২) জাব পোকা- সবুজাভ হলুদ রং-এর ছোট ছোট পোকা দলবদ্ধভাবে কচিপাতা ও ডগা থেকে রস চুষে খায়। পাতা ও গাছ ধীরে ধীরে নিস্তেজ হয়ে পড়ে।
এই পোকা দমনের জন্য ইমিডাক্লোরপ্রিড (৫ মিলি/ট্যাঙ্কি) ব্যবহার করতে হবে।
৩) শুঁয়োপোকা- ধূসর বর্ণের শুঁয়োপোকা গায়ে হলদেটে লম্বা শুঁয়ো এবং কালো মাথা। শিরা বাদে পুরো পাতা খেয়ে ফসলের ক্ষতি করে।
এই পোকা দমনের জন্য নোভালিউরন + ইনডক্সাকার্ব (১.৭৫ মিলি/লি জলে) স্প্রে করতে হবে।
রোগ:
১) চারা ধসা বা ঢলে পড়া- বীজতলাতে চারার গোড়া থেকে পচে চারা মারা যায়। রোপনের পর আর্দ্র আবহাওয়ায় পাতা পচে যায় ও পরে চারা ঢলে পড়ে।
ম্যানকোজেব + কার্বেনডাজিম স্প্রে করতে হবে
২) পাতার উপরের দিকে হলুদ রঙের ছোপ দেখা যায় ও পাতার নীচে সাদাটে বা বাদামী ছোপ দেখা যায়। ঐ দাগ থেকে পরে পচন ধরে।
অ্যাজোক্সিস্ট্রবিন (১ মিলি/লি জলে গুলে) স্প্রে করলে সুফল পাওয়া যাবে।
৩) কালো শিরা- এটি একটি ব্যাকটিরিয়াজনিত রোগ।বীজতলায় চারার পাতা প্রথমে হলুদ, পরে কালো হয়ে ঝরে পড়ে। গাছের একদিকের পাতা আক্রান্ত হলেও অন্য দিকের পাতা ঠিক থাকে।
আক্রান্ত গাছ তুলে ফেলে নষ্ট করে দিতে হবে। চারা গুলিতে স্ট্রেপটোসাইক্লিন স্প্রে করতে হবে।

উত্তর দিনাজপুর কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র
উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এর
পক্ষে বরিষ্ঠ বিজ্ঞানী তথা প্রধান ডঃ বিকাশ রায় কর্তৃক প্রকাশিত ও প্রচারিত
দূরাভাষ - ৭৫৮৪০৭৭২১০
কারিগরী তথ্য - ডঃ মৌটুসী দে (উদ্যানপালন বিভাগ) এবং
শ্রী সুদীপ্ত দেবনাথ কর্তৃক অলংকৃত
প্রকাশকাল - মে, ২০১৬

ব্রকলি চাষ

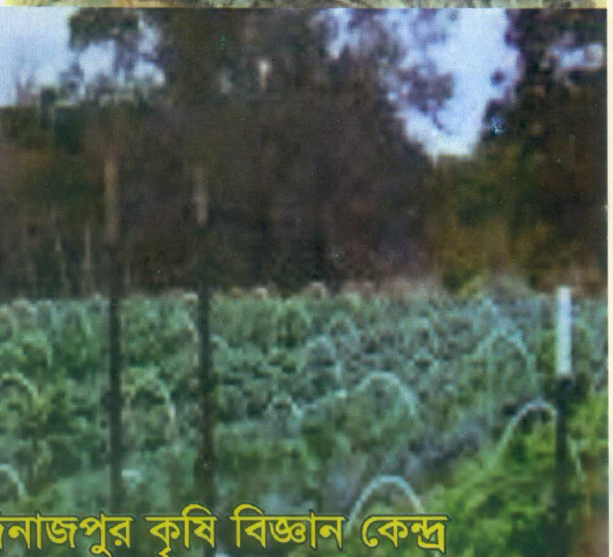

উত্তর দিনাজপুর কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র
উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়
চোপড়া, উত্তর দিনাজপুর
ফোন - ৭৫৮৪০৭৭২১০
e-mail : udpkvk@gmail.com

সবুজ কপি সাধারণত: ব্রকোলি নামে পরিচিত। এর বি'ানসম্মত নাম ব্রাসিকা ওলেরেসিয়া ভ্যারাইটি ইটালিকা (*Brassica olerecia var. italica*)। সাধারনভাবে এর চাষ সব জায়গায় হয় না। এটি একটি বিদেশী ফসল। বড় বড় হোটেলগুলিতে এর চাহিদা সবথেকে বেশী। বর্তমানে সাধারন মানুষের মধ্যেও এর জনপ্রিয়তা ও চাহিদা বাড়ছে।

এটি দেখতে ফুলকপির মতো হলেও এর রং সবুজ। প্রধান মাথাটা ছাড়াও কাক্ষিক মুকুল থেকে ছোট ছোট কপি হয়, এগুলিকে স্পিয়ার বলে। সবুজ কপি ও নরম কান্ডটি স্যালাড হিসাবে ও রান্না করে খাওয়া হয়।

এর ওষধীগুন অপরিসীম। ক্যানসার প্রতিরোধী শক্তি আছে এর মধ্যে। এছাড়াও এর মধ্যে ভালো পরিমানে ভিটামিন, খনিজ মৌল, প্রোটিন আছে। এই সব্জির মধ্যে উপস্থিত উপাদানগুলি হল:

প্রোটিন- ৩.৩%
কার্বোহাইড্রেট- ৫.৫%
ফ্যাট: ০.২%
জল: ৮৯.৯%
ভিটামিন এ: ৯০০০ আই. ইউ.
ভিটামিন বি: ৩৩ আই. ইউ.
ভিটামিন সি: ১৩৭ আই.ইউ.
ক্যালসিয়াম: ১.২০%
ফসফরাস: ০.৭৯%
পটাশিয়াম: ৩.৫%
সালফার: ১.২৬ পি.পি.এম.
লৌহ: ২০৫ পি.পি.এম.
আয়োডিন: ১.৯৬৫ পি.পি.এম.
কপার: ২৪ পি.পি.এম.
শক্তি: ৩৭ ক্যালরি

এই কপিতে ফুলকপির তুলনায় ১৩০ গুন এবং বাঁধাকপির তুলনায় ২২গুন বেশী ভিটামিন এ আছে। এছাড়াও এতে সালফোরাফেন আছে যা ক্যানসারের আশঙ্কা কমায়। এটি সহজপাচ্য, নরম এবং এতে অনেক অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট আছে যা আমাদের শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে তোলে।

জাত- দু ধরনের জাত আছে।

জলদি- রোপন করার ৪০-৫০ দিনের মধ্যেই ফসল তোলা যায়। যেমন- দি সিক্কো, গ্রীন বাড, স্পাটানড় আরলি ইত্যাদি

মাঝারি ও নাবি- ওয়ালথাম-২৯, গ্রীন মাউন্টেন, কোস্টাল আটলান্টিক ইত্যাদি

গ্রীন স্প্রাউটিং মিডিয়াম ও গ্রীন স্প্রাউটিং লেট জাতগুলি হল দ্বিবর্ষজীবি।

কিছু ভারতীয় জাত হল :

পুসা ব্রকোলি- কপির ওজন ২৫০-৪০০ গ্রাম। লাগানোর ৮৫-৯৫ দিনের মধ্যে ফসল তোলা যায়।

পালম সমৃদ্ধি- কপির ওজন ৩০০-৪০০ গ্রাম। লাগানোর ৮৫-৯০ দিনের মধ্যে ফসল তোলা যায়।

পঞ্জাব ব্রকোলি- লাগানোর ৬৫-৭০ দিনের মধ্যে ফসল তোলা যায়। গড় ফলন ৯ কুইন্টাল/ বিঘা

মাটি- বালি দোঁয়াশ বা দোঁয়াশ মাটি যেখানে প্রচুর জৈব পদার্থ আছে সেই মাটি ব্রকোলি চাষের উপযুক্ত। মাটির পি.এইচ. ৫.৫-৬.৫ ও জলনিকাশী ব্যবস্থা ভালো হতে হবে। জল জমলে গাছের বৃদ্ধি ব্যহত হয়।

জলবায়ু: সবুজ কপি এখানে শীতের ফসল হিসাবে চাষ হয়। বেশী তাপমাত্রায় এর মুকুলগুলি শুকিয়ে যায় ও মাথার মধ্যে সবুজ পাতা দেখা যায়। ১২-১৮ ডিগ্রী সেলসিয়াস তাপমাত্রায় কপির মাথার বৃদ্ধি ভালো হয়।

বীজের হার ও বপন: ৫০-৭০ গ্রাম বীজ প্রতি বিঘা জমির জন্য প্রয়োজন।বীজ প্রথমে বীজতলায় ফেলে চারা তৈরী করে পরে মূল জমিতে রোপন করা হয়। বীজ বপনের আগে অবশ্যই কার্বেন্ডাজিম দিয়ে বীজ শোধন করতে হবে। বীজ সাধারণত: আশ্বিন-কার্তিক মাসে বপন করা হয়।

সার: শেষ চাষের আগে প্রতি বিঘা জমিতে ২-২.৫ টন গোবর সার, ৮-১২ কেজি ইউরিয়া, ৮০ কেজি সিঙ্গল সুপার ফসফেট ও ২২ কেজি মিউরেট অফ পটাশ সার মেশাতে হবে। মাটি আম্লিক হলে বোরন ও মলিবডিনামের অভাব দেখা যায়।৭০ গ্রাম মলিবডিনাম ও ১.৩-২ কেজি বোরাক্স মাটিতে মেশাতে হবে। চারা লাগানোর ১ মাস পর ও কপি হবার আগে ৪-৬ কেজি করে ইউরিয়া সারচাপান দিতে হবে।

চারা রোপনের দূরত্ব- সারি থেকে সারির দূরত্ব ৪০-৫০ সেমি এবং চারা থেকে চারার দূরত্ব ৩০-৪৫ সেমি হতে হবে। এক মাস বয়সের চারা মূল জমিতে রোপন করতে হবে।

জলসেচ- মাটিতে সবসময় রস থাকলে সবুজ কপির বৃদ্ধি ভালো হয়। মাটি প্রথম দিকে শুকনো থাকলে ফলন কম হয়। প্রয়োজন মতো ৭-৮ দিন পরপর জলসেচ দিতে হবে। মাটিতে জল জমলেও ফলন কম হয়।

পরিচর্য্যা- জমি সবসময় আগাছাহীন রাখতে হবে। গোড়ার মাটি আলগা করে গাছের গোড়ায় মাটি তুলে দিতে হবে।

ফসল তোলা- কপির মাথায় মুকুলগুলি ফুটে যাবার আগে সবুজ অবস্তায় ১০-১৫ সেমি কান্ড রেখে কাটতে হবে। পাশ থেকে বেরনো ছোট কপিগুলিও ধীরে ধীরে কেটে নিতে হবে।

ফলন- এক বিঘা জমির গড় ফলন ১৩-২০ কুইন্ট্যাল।

ফসল তোলার পর কপিগুলি প্রথমে বেছে নিতে হবে। তারপর গ্রেড অনুযায়ী বাগ করে প্যাকেটজাত করে বাজারে পাঠাতে হবে। বেশী তাপমাত্রায় কপির সবুজ অংশ তাড়াচাড়ি নষ্ট হয়ে যায়। সাধারণত: ৩ ডিগ্রী সেলসিয়াস তাপমাত্রায় ৪৪% আপেক্ষিক আর্দ্রতায় সবুজ কপি ৩১ দিন পর্যন্ত তাজা থাকে।

রোগ-পোকা নিয়ন্ত্রন:

পোকা:

১) রুইতনী পীঠ মথ-সবুজ কীড়া পাতার নীচের দিক থেকে সবুজ অংশ খেয়ে পাতা ঝাঁঝরা করে দেয়। এই পোকা দমনের জন্য নোভালিউরন + ইনডক্সাকার্ব (১.৭৫ মিলি/লি জলে) স্প্রে করতে হবে।